দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ .. 01 AUG 1993
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম .. ৩ ...

জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক পরিচিতি
স্বর্ণ পদকপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষক পরিচিতি

গত ৯ জুন ১৯৯৩ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯৩ উপলক্ষে এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে পুরস্কার গ্রহণ করেন পোড়াবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ-এর প্রধান শিক্ষক জনাব আইয়ুব আলী।

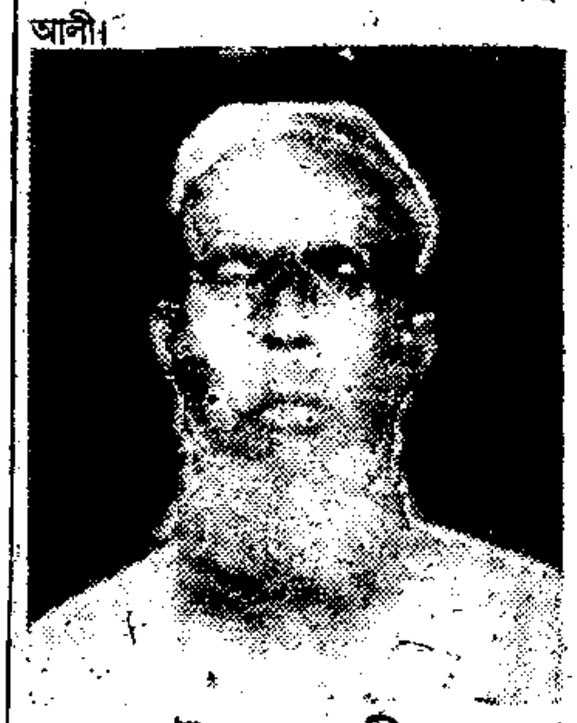

আইয়ুব আলী

১৯৩৭ সালে ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার অলহরি জয়দা গ্রামে নিজ বাড়ীর মক্তবে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। ১ম বিভাগে মক্তব ফাইনাল পরীক্ষায় পাস করে ধানীখোলা জুনিয়র মাদ্রাসায় ভর্তি হন। জুনিয়র ফাইনাল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে পাস করে ঢাকার ইসলামী ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হন ১৯৪০ সালে। অতপর তিনি নাসিরাবাদ হাই মাদ্রাসায় ৮ম শ্রেণীতে ভর্তি হন। উক্ত মাদ্রাসা হতে ১৯৪৫ সালে প্রথম বিভাগে হাই মাদ্রাসা ফাইনাল পরীক্ষায় পাস করে আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৪৭ সালে আইএ ও ১৯৪৯ সালে বিএ পাস করেন। ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতিতে এমএ পাস করেন।

১৯৫২ সালে তিনি পোড়াবাড়ী উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। নিরক্ষরতা, অশিক্ষা দূর করে গ্রামের জনসাধারণকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা তাঁর সারা জীবনের মূল উদ্দেশ্য। তাই তিনি নিজ এলাকায় পোড়াবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন এবং সুদীর্ঘ ৪১ বৎসর ধরে সেখানে শিক্ষাদান করে আসছেন। এছাড়া তিনি নিজ বাড়ীতে জয়দা উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন।

এলাকায় একজন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি হিসাবে তিনি সরকারী প্রাথমিক স্কুল উপজিলা নিয়োগ কমিটির সদস্য ছিলেন এবং এখনও থানা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির সদস্য। এছাড়াও বর্তমানে তিনি জয়দা উচ্চ বিদ্যালয়ের কার্যকরী কমিটির সভাপতি ও জয়দা সরকারী প্রাথমিক স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি।

১৯২৮ সালে ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার অলহরি জয়দা গ্রামের এক সংস্কৃতিবান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯৪৪ সালে তৎকালীন জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিন খান আন্তঃস্কুল রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করায় তাকে 'রৌপ্য পদক' প্রদান করেন।

তিনি ১৯৭৫ সালে পবিত্র হজ্জ পালন করেন।

মোহাম্মদ ইউসুফ

জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ জাতীয় পর্যায়ে 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষক' হিসাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক ১৯৯৩ অর্জন করেছেন। তিনি কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানার পশ্চিমগাঁও গ্রামে অবস্থিত নবাব ফয়জুন্নেসা ও বদরুন্নেসা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

জনাব ইউসুফ ১৯৫২ সালে ঢাকা বোর্ড থেকে বৃত্তিসহ ম্যাট্রিক পাস করেন। তিনি বৃত্তি সহকারে ঢাকা কলেজ থেকে আইএ পাস করেন। ১৯৫৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজীতে এমএ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি প্রথম শ্রেণীতে বিএড পাস করেন ১৯৬৭ সালে।

জনাব ইউসুফ ১৯৬৪ সাল হতে সুদীর্ঘ ২৯ বছর যাবত নবাব ফয়জুন্নেছা ও বদরুন্নেসা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব সাফল্যের সাথে পালন করে আসছেন। তিনি ক্রীড়া ও বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। ১১ বছর যাবৎ লাকসাম থানা আন্তঃস্কুল ক্রীড়া সমিতির সচিব পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭৮ সালের পর থেকে তিনি লাকসাম এসএসসি কেন্দ্রের সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন।

শিক্ষকদের পেশাগত আন্দোলনে তার সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। গণশিক্ষা ও খালকাটা অভিযানে এবং এলাকার সমাজসেবামূলক কাজে তিনি সম্পৃক্ত আছেন।

বর্তমানে তিনি লাকসাম থানা শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক।

১৯৩৮ সালে জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ কুমিল্লার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মরহুম মোঃ জুলফে আলী।

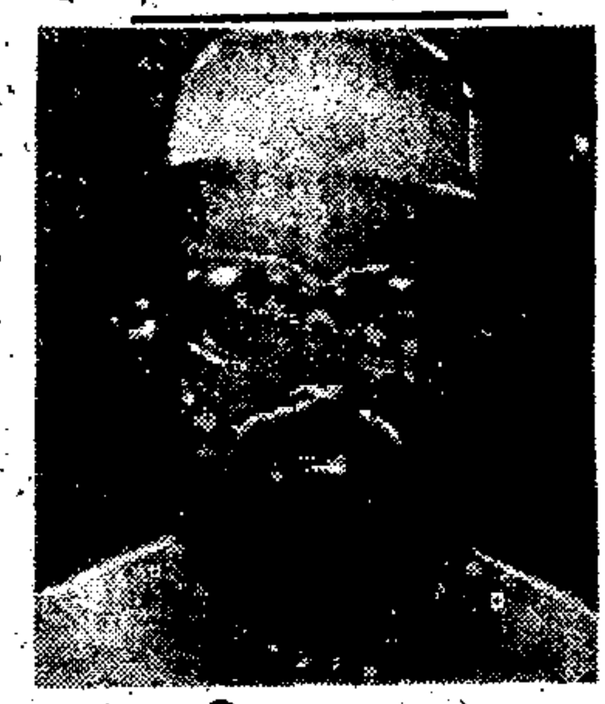

এ টি এম তাহের

চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার শাহচান্দ আউলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ জনাব এ টি এম তাহের সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক লাভ করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'শিক্ষা সপ্তাহ' ১৯৯৩ উপলক্ষে তিনি জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসাবে এই পদক অর্জন করেন। জনাব তাহের কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া থানার বড়ঘোপ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ছাত্রজীবনে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগ লাভ করেন। ফাজিল ও কামিল পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। অতপর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে হতে তিনি বিএ (অনার্স) ও এমএ পরীক্ষাতে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। শিক্ষাজীবন শেষ করে ১৯৬৭ সালে নাজিরহাট হোসাইনিয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা, ফটিকছড়ী, চট্টগ্রামে অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন।

জনাব তাহের কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া থানার অন্তর্গত বড়ঘোপ গ্রামে ১৯৫১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মরহুম মাওলানা আবদুল খালেক এবং মাতার নাম মরহুমা মাহমুদা খাতুন।

মুশতারী সুলতানা লুনা